দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 NOV 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

046

দৈনিক বাংলা
ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ২৫শে কার্তিক, ১৩৯৪ ঃ ১২ই নবেম্বর, ১৯৮৭

অনুত্তীর্ণ ছাত্রদের সমস্যা

বুধবারের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ ছাত্রদের শুধু মাত্র সেই বিষয়েই পুনরায় পরীক্ষা নেয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পত্রলেখক বলেছেন যে এর ফলে শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের নতুন ও পুরাতন সিলেবাসের সমস্যারই কেবল সমাধান হবে না, সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা অনেক অর্থ ও সময়ের অপচয় এবং মানসিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে।

অনুত্তীর্ণ বিষয়ে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা এক সময়ে চালু ছিল। পরে তা তুলে দেয়া হয়। তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে এই ধরনের পরীক্ষায় পাস করা ছাত্রদের পরে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থেকে তারা প্রায় সবাই বঞ্চিত হয়। কর্মজীবনেও তারা তেমন সুবিধা করতে পারে না।

বর্তমানে এই সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েও অনেক ছাত্র তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় নিয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যে অনেক ভালো ছাত্র পড়াশোনার যথাযথ সুযোগ পাচ্ছে না। যারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। আর যারা তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করে থাকে তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা উচ্চশিক্ষার দ্বার তো রুদ্ধই। এই অবস্থায় কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় যারা পাস করবে তাদের উচ্চশিক্ষার তো কোনই সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কর্মজীবনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আর তাই ছাত্ররা যাতে ভালো করে পাস করতে পারে এবং ফেল যাতে তারা না করে শিক্ষাব্যবস্থাকে সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে। দুঃখের বিষয় এদেশে সেই ধরনের ব্যবস্থা নেই। এদেশে স্কুল-কলেজের শিক্ষার মানে কোন সমতা নেই—যেমন আছে অতি উচ্চমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তেমনই আছে অতি নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীরা যারা ভাল স্কুল-কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পায় তারা সাধারণত পরীক্ষায় ভালো ফল করে। আর যারা নিম্নমানের স্কুলে পড়াশোনা করে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনমতে পাস করে এবং বিরাট সংখ্যক ছাত্র ফেল করে। তাই দোষটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার। এটা একটা মৌলিক ত্রুটি। আর এই ত্রুটিটাই আমাদের দূর করতে হবে। সব স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমভাবে উন্নীত করতে হবে। একমাত্র তখনি ফেল করার সমস্যাটা দূর হবে।